করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৫

(১) কারণ আমরা জানি যে, যদি এই জাগতিক তাঁবু, যার মধ্যে আমরা বসবাস করি, তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে আমাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া একটি বাড়ি আছে, যা মানুষের হাতে তৈরি নয়, তা অনন্তকাল স্থায়ী বেহেস্তে অবস্থিত,

(২)আমাদের বেহেস্তি পোশাক-পরার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমরা এই তাঁবুর মধ্যে আর্তনাদ করছি; (৩)যদি সত্যিই আমরা তা পরিধান করি, তা হলে আমদের তো আর উলঙ্গ দেখাা যাবে না।

(৪)কারণ আমরা যতক্ষণ এই তাঁবুতে আছি, আমরা আর্তনাদ করি ও ভারগ্রস্ত হই, কারণ আমরা পোশাকহীন হতে চাই না বরং তা থেকে আরো দুরে থাকতে চাই, যেনো যাকিছু মরণশীল তা জীবনের দ্বারা আবৃত হয়।

(৫)যিনি আমাদেরকে এর জন্যই প্রস্তুত করেছেন তিনি আল্লাহ, এর নিশ্চয়তা হিসেবে তিনি আমাদেরকে তাঁর রুহ দিয়েছেন।

(৬)অতএব আমরা সবসময় আত্মবিশ্বাসী; যদিও আমরা জানি যে, যতদিন আমরা দেহঘরে বাস করছি, ততদিন আমরা মুনিবের কাছ থেকে দূরে আছি; (৭)কেননা আমরা ইমান দ্বারা চলি, বাহ্যিক দেখায় নয়, (৮)হ্যাঁ, আমাদের সাহস আছে এবং শরীর থেকে দূর হয়ে মুনিবের সংগে বাস করতে চাই। (৯)সুতরাং আমরা দেহঘরে বাস করি বা না করি, তাঁকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের লক্ষ্য।

(১০)কারণ আমাদের সকলকেই হযরত ইসা মসিহের বিচার-আসনের সামনে হাজির হতে হবে, যেনো শরীরে থাকাকালীন সময়ে ভালো কাজ হোক কি মন্দ কাজ হোক, প্রত্যেকে তার প্রতিদান পায়।

(১১)অতএব, আল্লাহ ভয় কি, তা আমরা জানি বলে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছি; কিন্তু আমরা নিজেরাই আল্লাহর কাছে সুপরিচিত এবং আমি আশা করি তোমাদের বিবেকের কাছেও আমরা সুপরিচিত।

(১২)আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের প্রশংসা করছি না, কিন্তু তোমরা যেন আমাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে পারো তার জন্য সুযোগ দিচ্ছি, যারা হৃদয়ে নয় কিন্তু বাহ্যিক বিষয় নিয়ে গর্ব করে, তোমরা যেনো তাদেরকে উত্তর দিতে পারো।

[১৩]কারণ আমরা যদি পাগল হয়ে থাকি, তবে তা আল্লাহর জন্য; এবং যদি স্বাভাবিক মনে থাকি তবে তা তোমাদের জন্য।

[১৪]কারণ হযরত ইসা মসিহের মহব্বত আমাদের বশে রেখে চালাচ্ছে; কেননা আমরা নিশ্চিত যে, একজন সবার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন অতএব সবাই মৃত্যুবরণ করল।

[১৫]আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যেনো যারা বেঁচে আছে তারা আর নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন তাঁর জন্যই জীবনযাপন করে।

[১৬]তাই এখন থেকে আমরা কাউকেই জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিবেচনা করি না; যদিও এক সময়ে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আমরা মসিহকে জানতাম, কিন্তু আমরা তাঁকে আর সেইভাবে জানি না।

[১৭]সুতরাং কেউ যদি মসিহের মধ্যে থাকে, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি; তার পুরানো সবকিছু অতীত হয়ে গেছে; দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে!

[১৮]আর সমস্ত কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে হয়েছে, যিনি মসিহের মাধ্যমে তাঁর সংগে আমাদেরকে পূনর্মিলন করেছেন এবং অন্যদেরকে পূনর্মিলন করানোর দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন; [১৯]এর অর্থ হলো, আল্লাহ মসিহের মাধ্যমে নিজের সংগে দুনিয়ার পূনর্মিলন করছিলেন, তাদের অপরাধ তাদের বিরুদ্ধে গণ্য করলেন না এবং সেই পূনর্মিলনের খবর জানাবার দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত করলেন।

[২০]সুতরাং আমরা মসিহের দূত; আল্লাহ নিজেই যেন আমাদের মাধ্যমেই নিবেদন করছেন; আমরা মসিহের পক্ষে এই মিনতি করছি, তোমরা আল্লাহর সাথে সম্মিলিত হও।

[২১]যিনি গুনাহ করেননি, তাঁকে তিনি আমাদের জন্য গুনাহগার হিসেবে গণ্য করলেন, যেনো আমরা হযরত ইসা মসিহের মাধ্যমে আল্লাহর ধার্মিকতায় পরিনত হই।